কর্নেই চুকোভস্কি
ধোলাই রাম

কর্নেই চুকোভস্কি
ধোলাই রাম
ছবি এঁকেছেন
আ. কানেভস্কি

লেপখানা
মেলে ডানা,
বালিশটা পালালো,
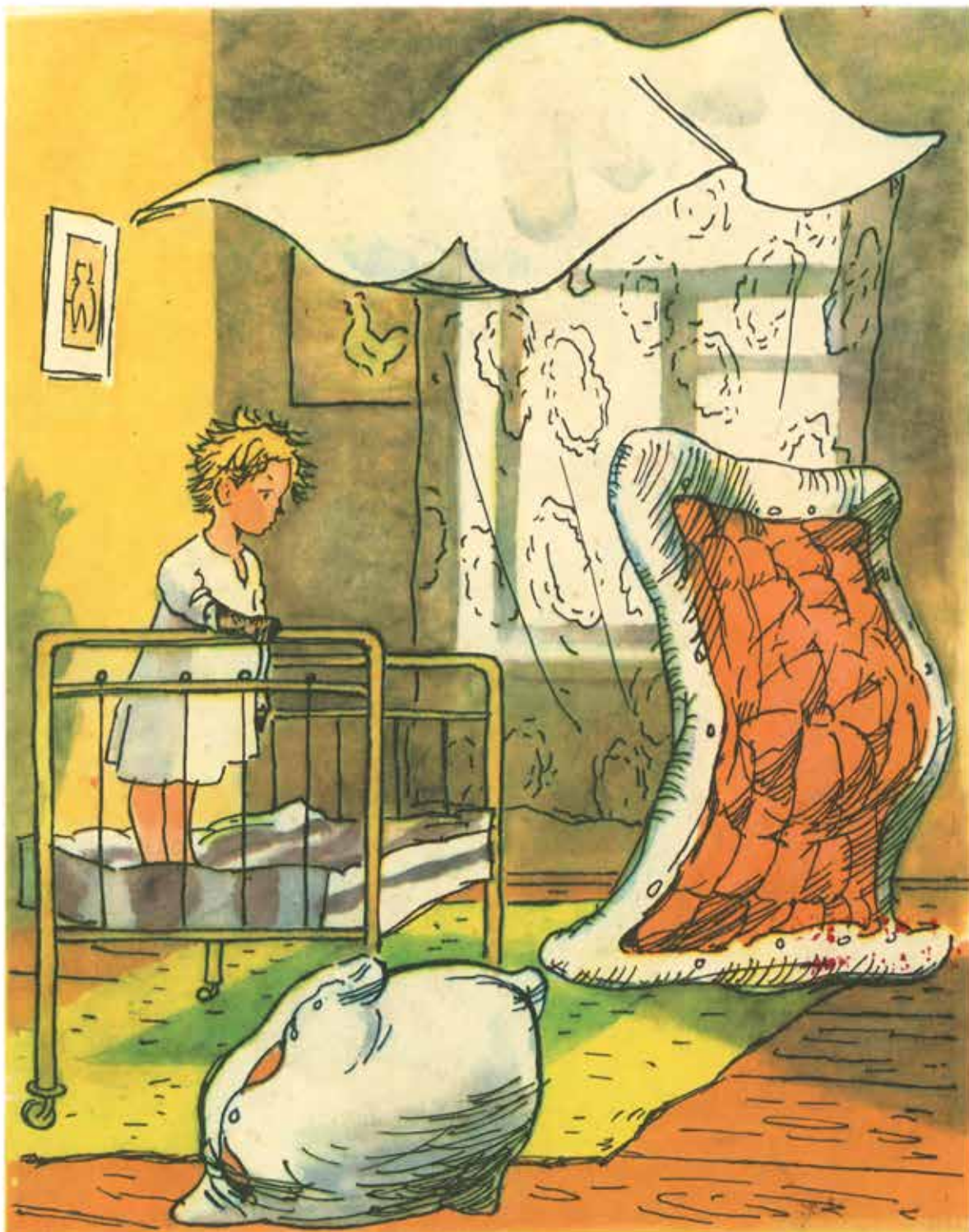
কম্বলও
উড়ে গেলো,
বড়ো দেখি জ্বালালো।

মোমদানিটা, লে লুল্লি,
ছুটলো কোথায় জ্বলে চুল্লি!
বই কইরে,
বইও পালায়
ডিঙ্গি মেরে
খাটের তলায়!

কী আর করি, দু'একটা ঢোক
ইচ্ছে হলো, চা খাওয়া হোক।
সামোভারটা আঁতকে উঠে
ভুঁড়ি পেটে পালায় ছুটে।
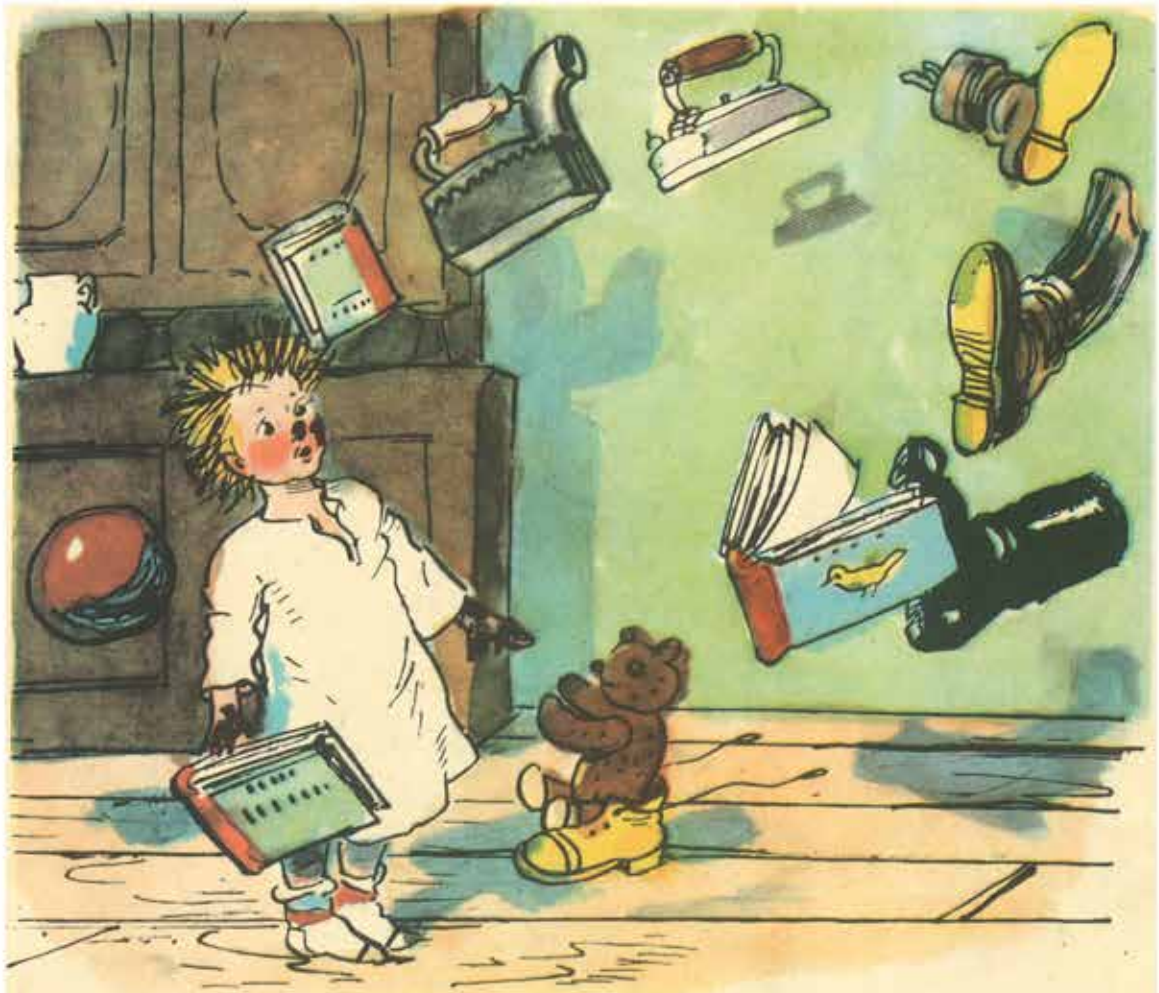
হলো-টা কী?
বিদিকিচ্ছে!
ঝাঁকে ঝাঁকে
ডাক দিচ্ছে,
হাঁক দিচ্ছে,
পাক দিচ্ছে চরকি পাকে?

ইস্ত্রি কিনা
জুতির
পিছে,
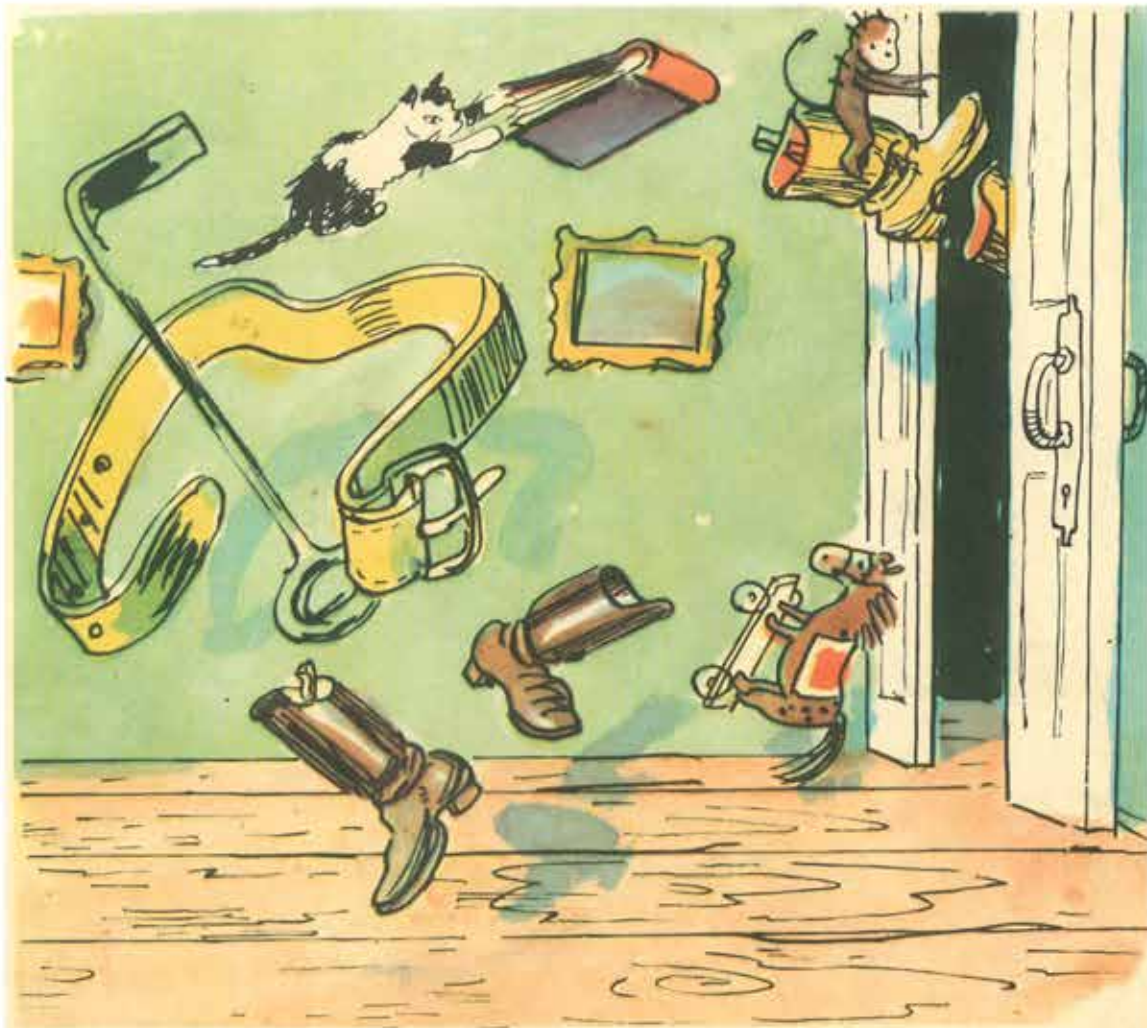
বেড়ালছানা
পুঁথির
পিছে,
বুট দুখানা
সবার
পিছে,
সবার মাঝে
শিক
গাছি —
সব জুটছে,
সব ছুটছে,
ঘুরছে খেয়ে ডিগবাজি।
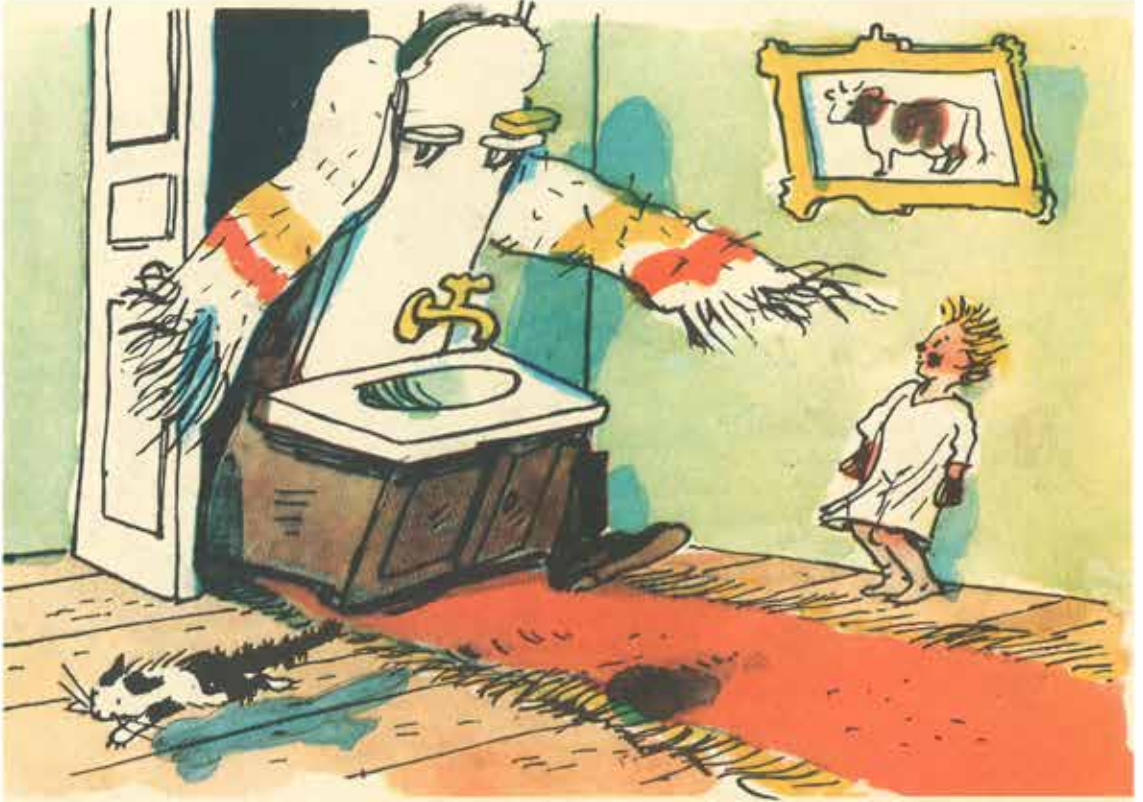
হঠাৎ মায়ের ঘর খুলে
ল্যাগবেগে তার ঠ্যাং তুলে
হুড়মুড়িয়ে ওয়াশ্-স্ট্যান্ড
বেরিয়ে এলো ড্যাড্যাং ড্যাং।

'ওরে তুই কেলেভূত, শাঁখচুন্নির পুত!'
বলে মাথা দুলিয়ে,
'ঘাড়ে তোর ময়লা,
নাকখানা কয়লা,
মুখখানা গোমড়া,
এত তুই নোংরা,
রেখে তোকে ন্যাংটা
এমন কি প্যান্ট্টা, এমন কি প্যান্টটা
ছুটে গেলো পালিয়ে।

সকাল হতেই শত শতই
হাঁসের ছানা, ইঁদুরছানা,
বেড়ালছানা, ভোঁদড়ছানা
নিয়ম করে হাত মুখ ধোয়।
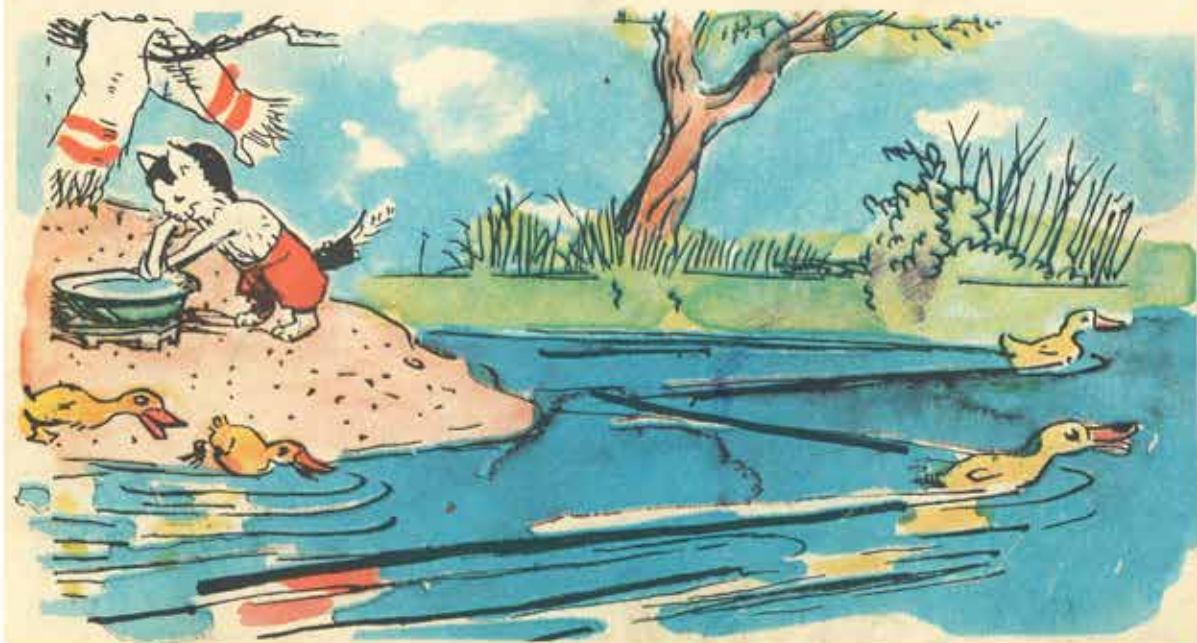
একলা তুই-ই মুখ ধুলি নে,
একলা তুই-ই জল ছুঁলি নে,
হয়ে রইলি কেলেভূতো,
তাই পালালো মোজা জুতো।

আমি সেই গ্র্যান্ড ওয়াশ্-স্ট্যান্ড
বিশ্ববিদিত ধোলাই রাম,
পেছনে আমার ড্যাড্যাং ড্যাং,
সৈন্য সেপাহী দু-দুম্ দাম!

এক্ষুণি যদি মেঝেতে পা ঠুকে
ডাক দিই সব সৈন্যদের,
ভিড় করে তারা কামরায় ঢুকে
তুমুল কাণ্ড ঘটাবে ঢের,
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এসে রুখে রুখে
ঘোর মজাখানা পাওয়াবে টের।
আর তুই ভূত, রাখছি বলে—
ঠ্যাং দুটো তোর সটান ধরে
সেরেফ জলে,
সেরেফ জলেই
ছুড়ে ফেলে দেবে ঝপাং করে!'
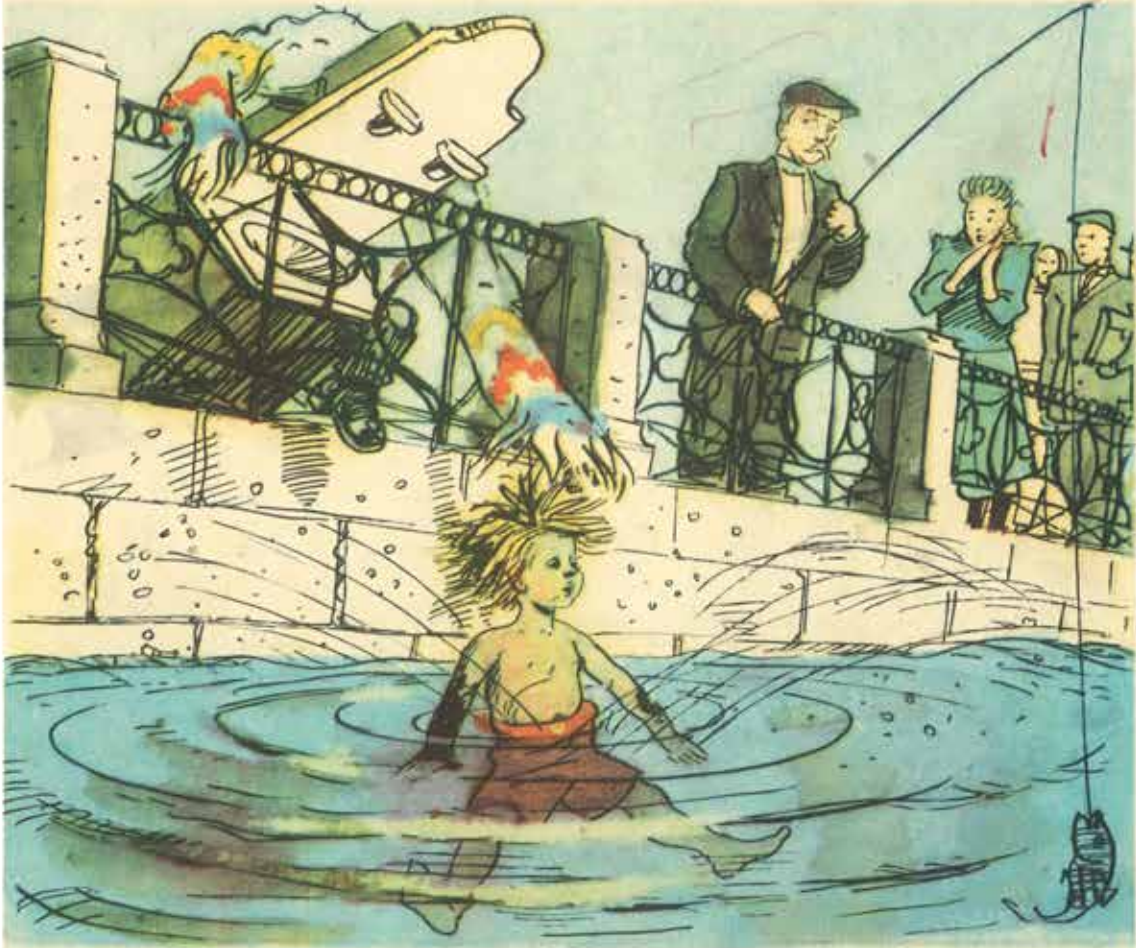
এই বলে শেষে গামলায় ঘাই মেরে
হাঁক দিলে, 'রে-রে-রে-রে!'

অমনি যত বুরুশগুলো
হুরুশ করে ঝাঁপিয়ে এলো,
চললো কষে গা ডলানি
সেই সঙ্গে গুনগুনানি:

'লাগাও ধোলাই, ডলাই, মলাই,
ময়লা বলে পালাই পালাই!
নোংরা ছেলের ছাল তুলব,
ধুইয়ে ছেলের রূপ খুলব!'

লাফিয়ে উঠে সাবানখানা
ধরলো চেপে চুলের গোছা,
চতুর্দিকে ফেনায় ফেনা,
চক্ষে শুধু হুলের খোঁচা।
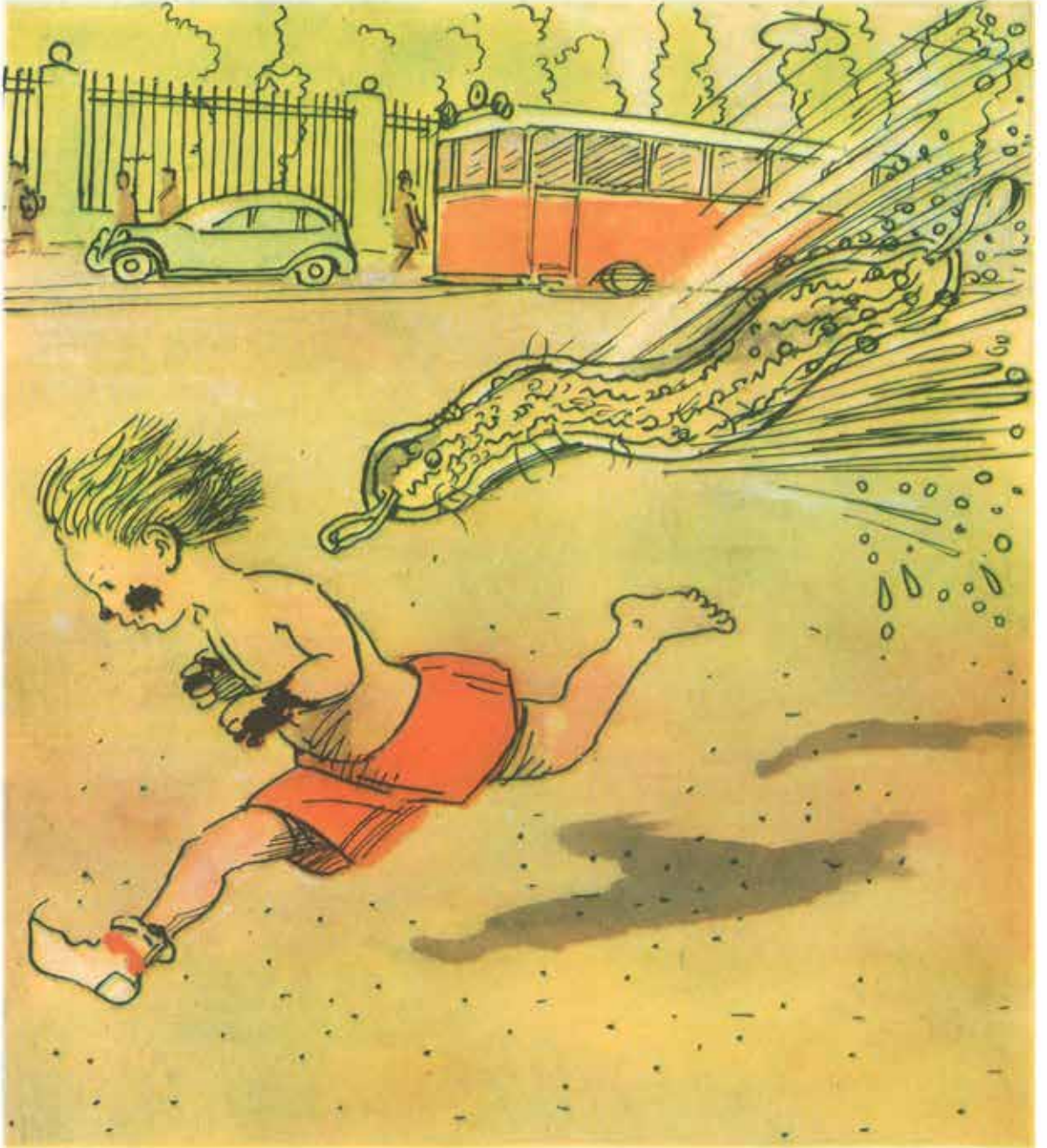
গা রগড়াবার ছোবড়া তো নয়,
পিঠে যেন বেত, আর কত সয়,
পিট্‌টান দিই সোজা রাস্তায়,
ছোবড়া কি ছাড়ে, সেও পিছে ধায়।

বড়ো পার্কটার রেলিঙ টপকে
ভাবলাম, যাই ওপাশে সটকে।
যত ছুটি তত পিছু আসে তেড়ে,
পিঠ জ্বলে গেলো আঁচড়ে আঁচড়ে।

ভাগ্যটা ভালো, কুমির মশায়,
সেজে গুজে সাথে নিয়ে ছেলেপিলে,
পার্কে স্বাস্থ্যলাভের আশায়
হাওয়া খাচ্ছিলো তিনজনে মিলে,
হঠাৎ হাঁ করে, ছোবড়াকে ধরে,
ছোবড়াকে ধরে স্রেফ খেলো গিলে।
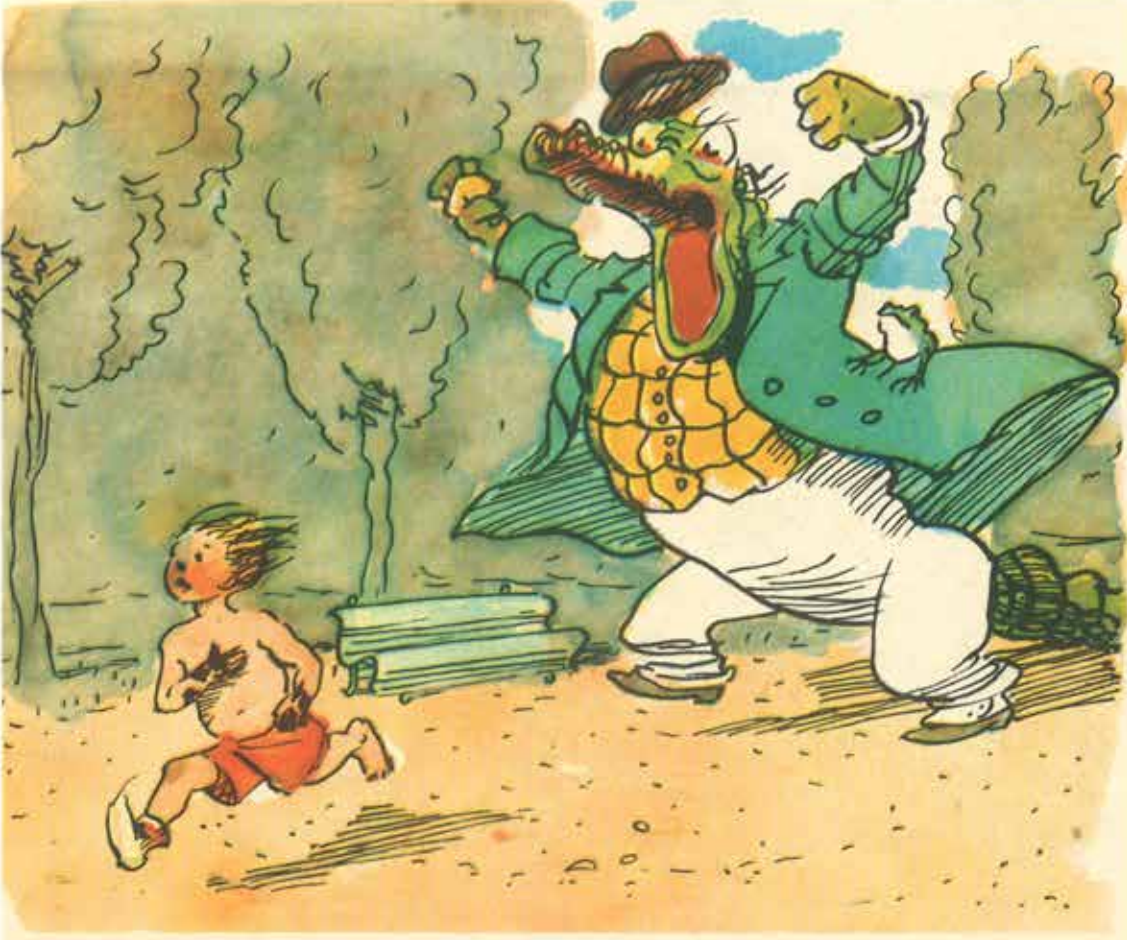
তারপর সেকী খে'কালো
আমায়,
থাবাথানা তুলে ঝাঁকালো
আমায়:
'এক্ষুণি ঘরে ফিরে যা
বলছি,
গিয়ে ধুবি মুখ-হাত-পা
বলছি,
নইলে, নইলে অল্প
বলছি,
আস্তোই গিলে ফেলব
বলছি!'

সত্যি যদি খেয়েই ফেলে পাছে,
সে-ছুট সোজা ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডের কাছে।
সাবান ঘসে,
সাবান ঘসে,
সাবান ঘসে কাদার ছাপ,
দাগ দাগালি,
ঘাড়ের কালি
একেবারে ধুয়ে সাফ।

পাৎলুনটা অমনি উড়ে
এগিয়ে এলো সোহাগ করে।

তার পেছনে কেকটি লাফায়,
'এই তো আমি, খা না আমায়!'

স্যাণ্ডুইচটা ভারি তৎপর
ঢুকলো সোজা মুখের ভেতর।

বই ফিরলো, খাতা ফিরলো,
পাটিগণিত, ব্যাকরণ
হাত-পা ছুঁড়ে শুরু করলো
নাচন, কুঁদন।

হঠাৎ পেছনে ড্যাড্যাং ড্যাং,
সৈন্য সেপাহী দুম-দুম্ দাম
নিয়ে ছুটে এলো নাচিয়ে ঠ্যাং
বিশ্ববিদিত ধোলাই রাম,
আমাদের সেই ওয়াশ্-স্ট্যান্ড,
চুমুটুমু খেয়ে উঠলো বলে:
'এই তো দিব্যি লক্ষ্মী ছেলে,
মিছিমিছি এত ঝক্কি দিলে!
শেষটা যা হোক অক্ষি মেলে
আদর পাবার যুগ্যি হলে!'

সন্ধ্যা সকাল ধুতেই হবে
ময়লা যত গা-মুখ-হাতের।
নোংরা মতো
চ্যাংড়া যত,
ছিছি তাদের!
ছিছি তাদের!

জয় জয় জয় গন্ধী সাবান,
ধন্যি নরম তোয়ালে খান,
খুরুশ-খুরুশ-খুৃ
দাঁতের বুরুশটা!

এসো ভাই সব গা ধুয়ে যাই,
লাফাই, ঝাঁপাই, ডিগবাজি খাই

টবেতে, বেসিনে, ঘরের ভেতরে,
পুকুরে, দীঘিতে, নদীতে, সাগরে
আর বাথরুম আর কলঘরে

লক্ষ বার, লক্ষ বার
জলের জয় জয়াক্কার!